শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

আইন দর্পণ নামক গ্রন্থঃ।

L R. 17

অর্থাৎ

রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত আইন ও সদর আদালতের
সরকিউলর চিঠি এবং নিষ্কর বৃত্তি ভোগি
দিগের নিমিত্তে যেং আইন চলিত
আছে তাহা সংক্ষেপে
সংগৃহীত হইয়া
ইদানিন্ত

জ্ঞানকৌমুদী প্রেসে প্রকাশিত হইল এই পুস্তক যাহার
প্রয়োজন হইবেক তিনি মোং কলিকাতার শোভা
বাজারের বটতলার উত্তরাংশে তত্ত্ব করিলে
পাইবেন।

ইতি তারিখ ২৫ আষাঢ় সন ১২৫৯ সাল সোমবার

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
ক্রয় কারি নিয়োগ করণ	১
অযথার্থ কাগজ দাখিল করিলে দণ্ড	ঐ
বিনা সনন্দে ক্রয় করিতে নিষেধ	ঐ
ভূম্যাধিকারির আদেশব্যতীত পাট্টা না দেওয়া	২
অধিক উসুলের নিষেধ	ঐ
মাথট নিষেধ	ঐ
প্রজাদিগকে পাট্টা না দিলে দণ্ড	৩
খাজানার রসীদ না দিলে দণ্ড	ঐ
জমীদারের প্রতি নিষেধ	ঐ
নীলাম খরীদার ভূম্যধিকারির বিষয়	৪
জমা বেশি বিবরণ	ঐ
ইস্তমরারি পাট্টার বিবরণ	৫
জমীদারের বাকী আদায়	ঐ
জমীজমা ইজারা অধিকার করণ	৬
ক্রোক করণার্থ পোলীসের মদৎ	৭
ক্রোক বিক্রয়ের নিয়ম	৮
কালেকটরিতে সোপর্দ্দ	৯
জমিদারের দ্রব্যাদি বিক্রয় নিষেধ	ঐ
ক্রোক খোলাসা করণের বিবরণ	ঐ
লবণ সংক্রান্ত ক্রোক বিক্রয় বিষয়	১০
সরাসরি নালিশ বিবরণ	১১
কাগজের কারণ চাকরের নামে নালিশ	ঐ

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
গর সরাসরি	১২
আগামি খাজানা দিতে নিষেধ	ঐ
প্রজা তলব	ঐ
বেদখল বিষয়	১৩
দশ সালা বন্দবস্তি ভূমিতে সরকারের নির্দ্দোষ	১৪
নিষ্কর ভূমির বিবরণ	১৫
তলব মতে দাখিলা না দিলে	১৬
রেজেষ্টরি করা ভিন্ন দলিল অগ্রাহ্য	ঐ
ঐ নালিশের ইষ্টাম্প	১৭
লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির কথকাদি প্রাপ্তন	ঐ
ঐ বিষয়ের আপীল	ঐ
আপীলকারির জামিন দিবার বিবরণ	১৮
নিষ্কর ভোগী রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে	ঐ
লাখেরাজদার ও ভোগির দাম খারিজ	১৯
পাট্টা ও সনন্দের বিবেচনা	ঐ
বাজেয়াপ্ত ভূমি জমীদারের দখলে রাখন	২০
বাজেয়াপ্ত ভূমির ছানি তজবিজ	ঐ
জামিনার আলাহিদা ইষ্টাম্পের হুকুম	ঐ
যে যে সন তারিখে যে দেশে সরকারে অধিকার	২১
নিষ্কর ভূমি যাহা বহাল থাকিবেক	ঐ
নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে ছানি তজবীজ	২২
প্রধান সদর আমিনদিগের প্রতি	২৪

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
পত্তনি তালুক বহালের বিবরণ	২৫
পত্তনি ও দর পত্তনি তালুক স্থায়ি হওনের বিধান	২৬
পত্তনি তালুক খারিজ দাখিল দাখিল করণ বিষয়	২৭
নীলামী চিঠা	২৮
নীলামের নূতন আইন	৩৫
আইন	ঐ
সুদ ও জরীমানা সহিত	ঐ
নীলামের নিরূপিত দিবস	ঐ
জমা ধার্য্য নাহওয়া দেশে ওবারাণসে বর্জ্জিতকথা	৩৭
বাকী এই কথার অর্থ	ঐ
বাকীপড়া সকল জমীদারীর নিলাম	ঐ
কমিকরণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়ালগুনের দাওয়া	৩৮
বর্জ্জিত বিষয়	৩৯
মালিক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দেওন	৪১
আদালতের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী	৪৩
নীলাম ক্ষমা ও বিশেষ নিয়ম	৪৪
নীলাম রহিত করণ	৪৫
নীলামের ক্রয়	৪৬
ক্রেতাদের দায়না	৪৭
খরিদের অবশিষ্ট টাকা	ঐ
নীলামের এতেলায় পরপ্রজার খাজনা দেওয়া স্থগিত	৪৯
আপীল	৫০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
গবর্ণমেণ্ট জমীদারী ফিরিয়া দিতে পারেন	৫১
নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা	ঐ
অধিকারের নিদর্শন	৫২
বিনামী খরীদ	৫৪
নীলাম অন্যথা হওনের এক্তেজা	৫৫
খরিদার ওয়াশীলাতের দাওয়া	ঐ
যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহার বিবরণ	৫৬
নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন	৫৭
বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে খাজনা বৃদ্ধি করণ	৫৮
অন্য প্রকার পাট্টাদার	৬০
হারায় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের পাট্টা বজায় রাখিতে পারেন	৬২
জমী দায়ি ক্রয় হওন	৬৪
বাকী খাজনা আদায়	৬৫
আদালতের অবজ্ঞা	৬৬
টাকা দেওনের ক্রটি	ঐ
ঐ আইন যে খানে ও যে তারিখে চলন হইবেক	ঐ
দেনা পাওনার রসিদের ইষ্টাম্প	৬৭
কোবালা ও দান পত্রাদির ইষ্ট্যাম্প	৬৮
পাট্টা কবুলতির ইষ্ট্যাম্প	৬৯
তমঃসুকের ইষ্টাম্প	৭০
নালিশি আরজীর ইষ্ট্যাম্প	৭১

ভূমিকা।

এই আইন দর্পণ জমীদার ও নানাপ্রকার ভূম্যাধিকারী ও ইজারদার ও কটকীনাদার মহাশয় ও তৎসম্বন্ধীয় আমলা মহাশয় দিগের আদায় তহসিল ও জমা বেশীকরণ ও ক্রোক বিক্রয় করিয়া জওনবাকী রাজস্ব দেওন বিষয়ে যে সকল আইন প্রচলিত আছে তাহা আর নিষ্কর ভূস্বামি মহাশয় দিগের ভূমি যে সনতারিখের যে রূপ সনন্দে যে রূপ গ্রহাগ্রী পূর্ব্বক ভোগ দখলে থাকিলে যে মতে বহাল থাকিবেক ও প্রাপ্ত ভূমিতে নাম জারী করণের অনুমতি ও পাট্টা কবুলতির রসিদ রোবাকারের ইষ্টাম্প ইত্যাদি বিষয় সকলে যে সনের যে আইনে যে রূপে হুকুম আছে তাহার সার ও ফলিতার্থ যে কিঞ্চিৎ এই গ্রন্থে সংগৃহীত করিলাম জ্ঞানিগণ মহাশয়রা দৃষ্টি করিলে যদি কোন অংশে কিছু ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তাহা স্বীয়গুণে শোধন করিয়া দিতে কৃপা করিবেন ইতি।

সংগ্রহকারক শ্রীযুক্ত ঠাকুর দাস ঘোষ।

জমীদার ও তালুকদার দিগের নাএব ও কর্ম্ম চারি নিয়োগ করণের বিধি।

কর্ম্মচারি নিয়োগ করণ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার ১।২ প্রক রণে এতদাজ্ঞা আছে যে ভূম্যাধিকারিরা নিজ২ কারে প্রতিগ্রামে একং জন কর্ম্মচারি নিযুক্ত করি বেন এবং ঐ সকল কর্ম্মচারিরা তলবমতে হিসাব ও জমী জমার কাগজাত দাখিল করিবে।

১৮১৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় অনুমতি আছে যে গ্রামের২ এক একজন কিম্বা বিষয় বুঝিয়া অধিকগ্রামে একজন অথবা একগ্রামে অধিকজন কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিতে হইবেক।

অযথার্থ কাগজ দাখিলকারির দণ্ড।

১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৩ ধারায় আদেশ যে যে কোন কর্ম্ম চারি অযথার্থ কাগজ দাখিল করিলে তা হার দণ্ড দায়ের সায়েরি আদালতে হইবেক॥

বিনা সনদে কর্ম্ম করিতে নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারায় আজ্ঞা আ

ছে যে ভূম্যাধিকারির সনদ ব্যতীত কেহ খাজানা তহসীলের কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবে না।

ভূম্যাধিকারির আদেশ ব্যতীত
পাট্টা দেওনের নিষেধ।

১১৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ ধারায় আজ্ঞা আছে যে প্রজার পাট্টাদি ইজারদার আপন মিয়াদের অতিরিক্ত মিয়াদে ভূম্যাধিকারির অনুমতি ব্যতিরেক দিবে না এবং সরবরাহ কারও কর্ম্ম চারিগণ আপন মনীবের অনুমতিতে পাট্টা দিতে পারিবেনা।

জমীদারদিগের ইজারদার ও প্রজাদিগের স্থানে
মুক্তা জমার অতিরিক্ত আদায়
নাকরিবার কথা।
অধিক উসুলের নিষেধ।

১১৯৩ সালের ৮ আইনের ৫২ ধারায় আদেশ আছে যে জমীদারেরা ইস্তমরারিবন্দোবস্তে গোল না রাখেন এবং প্রজাদিগের স্থান হইতে করারদাদের অতিরিক্ত আদায় না করেন যদ্যপি অতিরিক্ত আদায় সপ্রমাণ হয় তবে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ান যাইবেক॥

মাথট নিষেধ।

১১৯৩ সালে ৮ আইনের ৫৫ ধারায় আদেশ আছে, যে জমীদার ও তালুকদার ও পত্তনিতালুক

দার ও ইজারদার প্রভৃতিরা প্রজাদিগের স্থানে কোন বাবতে মাথট ইত্যাদি কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেক না। যদ্যপি গ্রহণ করেন তবে তাহার তিনগুণ দণ্ড হইবেক, এবং যত দিবসের জইয়া থাকে তত্তৎ দিবসের ঐ প্রমাণে দণ্ড হইবেক।

প্রজাদিগকে পাট্টা না দিলে দণ্ড।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ ধারায় এতদনুমতি আছেঃ প্রজার মালগুজারির ধার্য্য হইলে যদি জমীদার ও তালুকদার ও ইজারদার তাহাকে পাট্টা না দেন তবে ঐ প্রজা জেলার জজ সাহেবের সমীপে আবেদন করিলে তদ্ব্যধিকারিদিগের দণ্ড হইবেক।

খাজানার রসীদ না দিলে দণ্ড।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারায় আজ্ঞা আছে, মালগুজারির টাকা উসলকালীন কিস্তি কিস্ত প্রজা দিগকে রসীদ অর্থাৎ উসুলের কবজ দিবে যদিস্যাৎ রসীদ না দেওয়া প্রমাণী কৃত হয় তবে ঐ অপরাধে আসামীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবেক।

জমীদারের প্রতি নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৬ ধারায় এতদাজ্ঞা আছে যে জমীদার ও তালুকদারেরা আদালত ও ফৌজদারি ও ক্যালেকটরির মোকদ্দমাতে হস্ত না দেন, যদি দেন তবে আদালতের সাহেব তাহার

যোচিত জানেন তত্ত্ব দণ্ড করিবেন।

নীলাম খরীদারভূম্যধিকারিরবিষয়।

জমীদারেরা আপন অধীন ইজারদার ও প্রজা দিগের স্থানে যদ্রূপে বেশী খাজানা তলব করিতে পারিবেন তাহার বিবরণ।

জমা বেশি বিষয়ে।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার আদেশ মতে জমীদারেরা অধীন তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজা দিগের নামে বেশী মালগুজারি তলবের পরিমাণ লিখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে এত্তেলা দিবেন, না দিলে তলব হইবেক না।

২।৩ ধারায় আজ্ঞা আছে যে সনের বাকীর কারণ নীলাম হয় সে সনে বেশী হইবেক না। ১০ ধারার অনুমতি ঐ রূপ এত্তেলা নামা না দিলে পূর্বের করার দাদের বেশ খাজনার কারণ বস্তু ক্রোক কি কয়েদ কি দেওয়ানি আদালতে নালিশ করিলেও আদায় হইবেক না, যদি ইজারদার ও প্রজা প্রভৃতিরা হাজির হইয়া এত্তেলা নামা না লয় তবে তাহার বাসস্থানে লটকাইয়া দিবেক, অপর জমাধার্য্য না করে ও পাটটা না লয় তবে সদর দেওয়ানি আদালতের ১৮১৮ সালের ৪ সেপটম্বরের সর কিউলর চিঠির আজ্ঞা প্রমাণে নালিশ হইবেক।

ইস্তমরারি পাওয়ার বিষয় ।

১৭৯৩ সালের ৭ আইন ২৯ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে ১০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ১২ বৎসর অবধি ছেছে ক্রমাগত ভোগ থাকিলে ঐ ভূমির উপর খেশী জমা হইবেক না ।।

জমিদারের বাকী আদায়ের বিবরণ ।।

বাকী আদায়ে ক্রোক সাজওয়াল নিযুক্ত করণ ।

১৭৯৯ সালের ৭ আইন ১৪ ধারার ৬ প্রকরণের আজ্ঞা যদি ইজারাদার ও কটকীনাদার কোন ভূম্যধিকারির বাকী আদায় না করে তবে ঐ ভূম্যধিকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে তাহার ইজারা কটকিনার মহাল ক্রোক করিয়া যত টাকা উসুল হইবেক তাহার মধ্যে তহশীলের খরচ ও বাকির সুদ কর্ত্তন করিয়া বাকি টাকা খাজানায় জমা করিবেক ।

এবিষয় ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় সুধরণ হইয়াছে ।।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় ২ প্রকরণে আজ্ঞা আছে যে জমীদার ও তালুকদার লোক ইজারাদার প্রভৃতি দিগের বকেয়া বাকি আদায় নিমিত্ত সরজমিতে হস্তখাস্ত দাখিল করিয়া দস্তক জারি করিবেক আসামী গেরেফতার হউক বা না হউক ক্রোক সাজোয়াল নিযুক্ত করিবেক কিম্বা ক্রোক আমোওয়া ম

নিযুক্তকরা ইচ্ছানুরূপমতে তাহাতে নিয়ম এই যে দস্তাবেজের লিখিত তর্দ্ধবি খাজনা বাকি পড়নের সময়াবধি এক মাস গত হইলে ক্রোক সাজোয়াল প্রেরণ করিতে পারিবেন ॥

জমীদারী ইজারা অধিকার করণ।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় ৪ প্রকরণে আজ্ঞা আছে যে সরকারিতে বাকি সপ্রমাণ হইলে জমীদার ইজারা দেওয়া ভূমি এবং ৫ প্রকরণের আদেশ যে পোদকস্তা প্রজা ও বহুকাল নিবাসি কৃষি কর্ম্ম কারি লোকের নামে সরসাএতে বাকির ফয়সালা হইয়া ঐ ফয়সালা যদি জারি না হইয়া থাকে অথবা বাকি আদায় না হয় তবে ভাথারি সনেতে জমীদার ঐ বাকিদার প্রজার জমাই জমি ইত্যাদি অন্যব্যক্তিকে বিলি করিতে অনুমতি পাওনের বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে পূর্ব্বকার আসামির কোন ওজর থাকবেক না।

ক্রোক বিক্রয়ের মালগুজারির বাকি আদায়ের বিবরণ

ক্রোক ও বিক্রয়॥

১৮ ৫ সাল ২ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে যে বাকী পড়নের কালাবধি ১২ মাস পর্য্যন্ত বাকীর নালিশ সরসরিস্তো হইতে পারিবেক এবং সদর দেওয়ানি আদালতের ১৮০৭ সালের ১১

ফেব্রুওয়ারির লিখিত চিঠিতে এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধারাতে আজ্ঞা আছে যে বাকীদার পুজাও ইজারদার ও কুটকিনাদার দিগের জামিন ৫ দিনমিয়াদে ক্রোক করিবে এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারায় আজ্ঞা যে বাকিদার দিগের যদ্যপি ক্রোক করণের পূর্ব্বে কিম্বা ক্রোক করণের সময় জমাওয়াশীল বাকীর হিসাব সর্ব্বলিত বাকী দারকে এত্তেলানামা দিবে বিনা এত্তেলা নামা ক্রোক বিক্রয় অসিদ্ধ।

ক্রোক করণার্থ পোলীসের মদৎ।

১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণে আজ্ঞা আছে, ক্রোকের সহায়তা নিমিত্ত ক্রোক কর্ত্তা পোলীসের থানায় এই মতলবে দরখাস্ত দিবে যে ক্রোক করিতে বাকীদার দাঙ্গা ও আপত্তি করিবেক, মুক্তি নামা দ্বারা এই দরখাস্ত দিলে দারোগা থানার পেয়াদা মদৎ দিবেন, এবং চতুর্থ প্রকরণের আজ্ঞা, যদি পেয়াদার এত্তেলায় দারোগা জানেন যে বাকীদার স্থাবরাদি বিষয় ক্রোক করিতে বল প্রকাশ করিতেছে তবে স্বয়ং দারোগা কিম্বা বর্থন্দী অথবা জমাদারকে পাঠাইয়া ক্রোক কর্ত্তার সহায়তা করিবেন যদি গুপ্তমাল তল্লাস করিতে অন্তঃপুরের দ্বার ভঙ্গ করিতে হয় তাহাতে সহায়তা করি

বেন এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১১ ধারাতে আজ্ঞা আছে থানার দারোগা লোকের সহায়তা সর্ব্বদা করিবেন ॥

ক্রোক বিক্রয়ের নিয়ম।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ও ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে আজ্ঞা আজ্ঞা আছে, স্থাবর দ্রব্যাদি ও লাঙ্গল প্রভৃতি ও কারুকর লোকের অস্ত্রাদি ক্রোক করিবেন না ক্রোক করিলেও বিক্রয় হইবেক না।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১০ ধারার আজ্ঞা প্রমাণ বাকী দারের দ্রব্যাদি বাটীর মধ্যে থাকিলে পোলীসের মদতের দ্বারা দ্বার খুলিয়া বাকীদারের স্ত্রী লোক সম্মুখ যুক্তা হইলে তাহারদিগকে বাটীর এক দেশে রাখাইয়া দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে সমর্থ হইবে

১৮২১ সালের ৫ আইনের আজ্ঞাক্রমে ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রার্থনায় মুনসেফ বা কমিসনর বা জজ সাহেব বা কালেক্টর সাহেবের সমীপে ক্রোকের দ্বিতীয় দিবস হইতে ৫ দিবস গতে ভূমির শস্য ক্ষেত্রে ক্রোক হইয়া খামারে আনীত হইলে পর পর দিবস হইতে ৫ দিবস গতে বিক্রয় করণের আবেদন বাকী পাওনেওয়ালা করিবে, নীলামের পূর্ব্ব নিয়মি বেবাক বাকী ক্রোকের খরচা সমেত দাখিল না করিলে নীলাম মৌকুফ হইবেক না।

কালেক্টরিতে সোপর্দ।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের আজ্ঞা যে নাম গুজারীর বাকীর কারণ সরসরি রূপে যাহা হইবেক, তাহা কালেক্টর সাহেবের অধীনে হইতে পারিবেক।

জামিন দারের দ্রব্যাদি বিক্রয় নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার আদেশ আছে যে বাকী দারের সম্পত্তি থাকিতে জামিন দারের বিষয় বিক্রয় হইবেক না।

ক্রোক খোলাসা করণের বিষয়

ক্রোকি দ্রব্যাদি বাকীদারের খালাস করিবার বিবরণ।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারায় আদেশ আছে বাকীদার যদি ঐ বাকীর ওজোর রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য, যে ক্রোক কারক সম্পর্কে বা কমিশনর বা কালেক্টর সাহেবের হুজুরে ক্রোকের দ্বিতীয় দিবস হইতে ৫ দিনের মধ্যে বাকীর পরিমাণোপযুক্ত জামিন দিয়া এই প্রকারে এক নিয়ম পত্র লিখিয়া দেয় যে ১৫ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সমীপে অভিযোগ করিব বিচারানুসারে যতটাকা বাকী হইবেক তাহার ব্যাজ সমেত দিব এতদ্রূপ নিয়ম পত্র লিখিয়া দিলে ক্রোকি দ্রব্যাদি খালাস পাইবেক, পরন্তু ১৮৩১ সালের ৮ আইনের

১৬ ধারাঃ এই আদেশ আছে যে যদ্যপি সমুদয় বাকীতে আপত্তি না থাকে তবে যাহা একতু দেনা অংশে তাঁহা দিয়া উক্ত ঋণ এক নিয়ম পত্র লিখিয়া দিলে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেক যদ্যপি নিয়মিত দিনের মধ্যে অভিযোগ না করে তবে নিয়ম পত্র লিখিত ১৫ দিবস অতীত হইলে বাকীদার দিগের জমিদার বা তাহার কর্ত্তৃক একব্যক্তির দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া বিক্রীত হইবেক ইহার নিরামণ নীলামের ... ক্রোকের খরচা সমেত সমুদায় বাকীর কারাধিক না করিলে হইবেক না।

লবণ সংক্রান্ত ক্রোক বিক্রয় বিষয়।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় আদেশ আছে যদি কোন লবণ সংক্রান্ত ক্রোক হয় তবে কালেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিবেক ১৮১৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারায় ২ প্রকরণে অনুমতি আছে যে সকল লোক নিমক পোক্তানির কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে ১ কার্ত্তিক অবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারিরা খাজানা উসুলকারণ তলব করিতে পারিবেক না যদি কেহ দাবি রাখে তবে তাহারা বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক অথবা আদালতে নালিশ করেন আপন পাওনার কৈফিয়ৎ লিখিয়া নিমক পোক্তানির সাহেবের নিকট পাঠাইবে তাহা

তে ঐ সাহেব উচিত হুকুম দিবেন ॥

সরসরি নালিশ বিষয় ॥

১৮১৬ সালের ১০ জুলাই লিখিত সদর দেওয়ানির চিঠিতে এই আজ্ঞা আছে যে আসামী জেলায় থাকিলে খোলাসা যুক্ত দস্তক জারি হইবেক।

কাগজের নিমিত্ত চাকরের নামে সরাসরি ॥

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২০ ধারায় আদেশ আছে ভূম্যধিকারি ও ইজারদার দিগের গোমস্তা প্রভৃতির সদর মফস্বলি আমলার তপশীল বাকী না তাহার দিগের কাগজ বুঝাইবার জন্য যে নগদ টাকার জন্য হুকুম সরসরিতে নালিশ করিতে পারিবেক এবং তাহারদিগের নামে দস্তক উপস্থিত হইবেক এই নালিশের মিয়াদ ১২ মাস পর্য্যন্ত।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় আজ্ঞা আছে যে মালগুজারি তহশীল সংক্রান্ত সরসরি নালিশ কালেক্টর সাহেবের অধীনে হইবেক ৬ ধারায় আজ্ঞা আছে যে সরসরি মকদ্দমার উপর হুকুম রদ করণের মিয়াদ এক বৎসরের অধিক নহে।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১০ ধারায় আজ্ঞা আছে যে কালেক্টর সাহেবের নিকট অর্জিদার সাক্ষী দেওয়ানির দাওয়ার নালিশ করিলে সাহেব ইস্তফা মঞ্জুর করিবেন যে পক্ষ জমা খরচ সরসরির

দিয়াছে তাহাই দেওয়াইবেন যেমন নিমিত্তে এ ভয়ানক কয়েদখানায় থাকিতে বেশী দেওয়াইবেক না।

দায় জামিনি।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার অনুসারে যাঁহের মালগুজারির দাওয়া যাহা সদর আমিনের সাবিক হয় এমত দাবি ফরীকের আদালতে জিবিশী আরজীর উক্ত হলে যে মুন্সেফের উকীলে তাহার পেকি মুন্সেফের উকীলে আরজী লিখিয়া দাবির সংখ্যানুসারে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার অনুসারে অক্ত কালেক্টর সাহেবের হুকুম অনুসারে জমা নিরূপণ যাহা নিয়াছে তন্নিমিত্তে আপীল হইবেক, ঐ নালিশ আইন বা বেআইন হইলে রুজু যাবে হইবেক।

দেওয়ানি খাজানা দিতে নিষেধ।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারায় প্রজারদিগকে নিষেধ আছে যে ভূম্যধিকারিদিগকে আগামি খাজানার টাকা দিবেক না দিলে আদালতে অনুমা পাইবে না।

আগামি খাজানা দিবার বিবরণ।

[illegible]

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণে আ

জ্ঞা আছে যে ভূম্যধিকারী গবর্ণমেন্টের হিসাবে ও রসীদ দাখিল ভিন্ন অন্যকে ওয়াসিল করিতে পারে বেক এই বিষয়ে আদালতের সহায়তা ব্যতিরেকে ই ইস্তক না তাহাকে খাদ্যের মোআহেদের অর্থাৎ আপত্তি করণ আদালতে সপ্রমাণ হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ আপত্তিক ফিরেফো হইবেক এবং এই বিষয় অন্যায়ের সাহেবের বিচারে অপীল হইবেক যদি জমীদার আপন ক্ষমতার অন্যথায় ও সীমার অন্যথায় কর্ম্ম করেন তবে তৎ পাওনাদের এ সম্যা ও খেশারৎ হয় তাহা জমিদারের দেয় হইবেক ও জরিমানা দেওনের উপযুক্ত হইবেক।

বেদখল বিষয়।

সীমানা সরহদ্দ ও ভূমি ইত্যাদি হইতে বেদখলের বিষয়ে যে প্রকার অধ্যাধিক্ষে নালিশ হইবেক।

১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের হুকুম জবরদস্তি ভূমি হইতে অন্যের দ্বারা বেদখল হইয়া বেদখলের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে আদালতে নালিশ করিলে গ্রাহ্য হইবেক ঐ মেয়াদ গতে বিনা আইনের মতে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না।

১৮২৪ সালের ১৫ আইনের হুকুম দেখা বেদখলের দাবুদ বিরোধ উপস্থিত হইলে ফৌজদারী [illegible] লিশ হইয়া দখলিকারের দখলে থাকিবেক [illegible]

ভের নালিশ হইলেও ঐ হুকুম রদ হইবেক না তাহার বিশেষ।

১৮২৪ সালের ১৫ আইনে হুকুম জমী ও সীমানার হদ্দ ও বাটোয়ারা ইত্যাদি দখল হইতে বেদখলের ও নকাশীর ও জল ছেঁচিবার বিবাদ উপস্থিত হইলে মেজিস্ট্রেট সাহেবের সমীপে ঐ বিবাদ উত্থাপিত হইলেক আর তিনি উভয়ের স্থানে দলিল ও সাবুত তলব করিয়া যে পক্ষের দখল থাকার প্রমাণ হইবেক তাহারি দখলের ফয়সালা দিবেন ঐ ফয়সালা রদ হো নেতা মতে আদালতে নালিশ হওন ও চূড়ান্ত হুকুম ব্যতীত হইবেক না।

মেজিস্ট্রেট সাহেবের ঐ সরাসরি তজবিজের উপর ১ মাহা মেয়াদ মধ্যে দায়ের সাবেক জজ সাহেবের নিকট আপিল হইবেক।

দশসালা বন্দবস্তভুক্ত ভূমিতে সরকারের দাওয়া।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণে যে ভূমি দশসালা বন্দবস্তভুক্ত না হইয়া লোক অন্তরে ভোগ দখলে আছে তাহাতে সরকারের দাওয়ার মোকদ্দমা হইবেক।

ঐ আইনের ২ প্রকরণে নূতন দ্বীপ ও চর সিকস্তি পয়স্তি ভূমি সকল সরকারের জমা, সাধারণ তা দিবেক ১৮১৯ সালের ২২ এপ্রেলের ইংরাজী চিঠি ঐ বোর্ড

জেলের সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত বেকমণ সাহেব শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরেল বাহাদুরের আদেশ মতে আমীর কৈরেন জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা রাজকৃষ্ণ ইত্যাদির দের খাস্তের উত্তর প্রকরণে দশসালা বন্দোবস্ত বাদ সরকারে ২৩ কড়া জমা নিরূপিত হইয়াছে এক্ষণে ভূম্যাধিকারিরা যদি ঐ টাকা জমা অত্যধিক করিয়া থাকে তাহাতে সরকার দাওয়াথেনা।

১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারায় হুকুম যে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার অন্তঃপাতি পূর্ব্বকালের পতিত ও জঙ্গল ইত্যাদি জমি হদ্দের মধ্যে ছিল এক্ষণে ক্রমে আবাদ ও দখল করি হইয়াছে কি হইতেছে তাহাতে সরকারের দাওয়া হুজুর লোভী নহে ঐ দশসালা বন্দোবস্ত শামিল ভূম্যাদি ভূম্যাধিকারির হক।

নিষ্কর ভূমির বিবরণ।

১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ ধারায় হুকুম কোং বাহাদুরের দেওয়ানি হইবার তারিখ অর্থাৎ ইং ১৭৬৫ সাল ১২ আগষ্ট মতাবেক ১১৭২ সালের ৩১ শ্রাবণের পূর্ব্বে যে সকল ভূমি নিষ্কর রূপে ব্যক্তি সকল আবাদে ভোগদখলে কায়েম আছে তাহা অসিদ্ধ হইবার নহে। যদি কোন সনদে সরকারের কার্য্যকারকের হুকুমে জমা খারিজ হইয়া থাকে কিম্বা দ

হইয়া না পাইয়া থাকে অথবা দখল পাইয়া পুনর্ব্বেদখল হইয়া থাকে তাহার বন্দোবস্ত থাকিবেক না।

তমাদি মতে দখল না দিলে।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ৬ প্রকরণে লেখা আছে ঐ সালের কালেক্টোরীতে ঐ জমির কর্ম্ম কারক সাহেবের নিকট হইতে এজাহার নামা তলব হইবে নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করিলে সে দরখাস্ত একতরফা হইবেক বিশিষ্ট হেতু ব্যতীত দাখিল হইবেক না।

১৭ ধারার ২ প্রকরণে আজ্ঞা আছে ভূমি দখল কারীরা কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরখাস্ত দাখিল হেতু ব্যতীত অন্য তরফের জজ সাহেবের আদালতে দাখিল করিতে মান্য হইবেক না কিন্তু বিশিষ্ট হেতু না কালেক্টর সাহেবের জবাবে হেতু প্রকাশ থাকিলে হইবেক।

রেজেষ্টরি ব্যতিরেক দলিল অগ্রাহ্য।

১৮১১ সালের ২ আইনের ২৮ ধারার ১২ প্রকরণে লিখিত আছে যদি দিল্লীর বাদসাহী ফরমান ব্যতিরেক অর্থাৎ পূর্ব্বের অধিকারি দত্ত কোন দানপত্র প্রকাশ করে তাহাতে রেজেষ্টরি না থাকিলে কিম্বা রেজেষ্টরী না হওয়ার বিশিষ্ট হেতু দর্শাইলে গ্রাহ্য হইবেক না।

ঐ নালিসের ইষ্টাম্প

১৮০২ সালের ৭ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণে আজ্ঞা আছে লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির নালিসের আর্জী সাবেতা মত ইষ্ট্যাম্পে হইবেক যে ইষ্ট্যাম্প হকীয়তের মোকদ্দমায় নিরূপিত আছে সরকার বাহাদুর ভিন্ন জমীদার ও তালুকদার নালিশবন্দ হইলে ঐ রূপ ইষ্ট্যাম্পের দরখাস্ত দিতে হইবেক।

লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির কারকারি পাওন।

বিষয়।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১ প্রকরণে কালেক্টর সাহেব নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদর্শিত করিলে তাহার কারকারি সাদা কাগজে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে দিবেন।

ঐ বিষয়ে আপীল করণের বিবরণ।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণে লাখেরাজ জমির মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের ফয়সালায় অসম্মত হইলে ফয়সালা পাওনের তারিখ হইতে ২ মাসের মধ্যে কমিসনরে আপীল করিতে পারে মেয়াদ গতে বিশিষ্ট হেতু দর্শাইলে কমিসনর সাহেব মঞ্জুর করিবেক তার রাখেন আপীল ইচ্ছুক ব্যক্তি চাহে কমিসনরের নিকট দরখাস্ত করে অথবা মেয়াদ মধ্যে আপীলের দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের সুমী

জীপে দাখিল করিলে ঐ সাহেব শ্রীযুত কামসনর সা
হেবের নিকট পাঠাইবেন।

আপীল কারির জামিন
দিবার বিষয়।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণে কা
লেকটর সাহেব আপন ফয়সলামতে বাজেয়াপ্ত
ভূমির রাজস্ব মোকরর অন্যে ক্রোক করিবেন। যদি
আসামী আপীল করণ হেতুক এই একরারে জামিন
দেয় যে যদি সরকারের রাজস্ব মোকরর হয় পরে যত
টাকা জমা হইবেক কালেকটর সাহেবের নিস্পত্তির তা
রিখাবধি ঐ জমা আমি দিব তবে ক্রোক করণেক্ষান্ত
হইবেন।

নিষ্করভোগী রাজস্ব দিতে
অস্বীকার করিলে।

১৮২৮ সালের ৩ আইন ১০ ধারা ২ প্রকরণে যে ভূ
মিতে সরকারের রাজস্ব মোকরর হইবার হুকুম হই
বেক যদি দখিলকার তাহা কবুল করিতে অস্বীকৃত হয়
তবে কালেকটর সাহেব যে রূপে বুঝেন জমা বন্দবস্ত ক
রিবেন পরে নিষ্কর ভোগীর প্রতি নিষ্কর রূপে থাকনের
চূড়ান্ত হুকুম হইলে যত টাকা খাজনা আদায় হইয়াছে
বৎসরে শতকরা ৬ টাকার হিসাবে শুদ সমেত ফিরি
য়া পাইবেক।

লাখেরাজ দার ও ভোগির নাম ঃ

খারিজ বিষয়।

১৮২৮ সালের ৩ আইন ১১ ধারা ২ প্রকরণ নিষ্কর ও মোকররির জন্য ভোগি দিগের কর্ত্তব্য আত্ম ভুমিতে দান ও হস্তান্তর প্রভৃতি কি উত্তরাধিকারিত্ব ইত্যাদি যে কোন রূপে স্বত্ব জন্মাইয়াছে৬ মাহার মধ্যে তাহার সংবাদ কালেক্টর সাহেবের নিকটে না দিলে ঐ ভূমি ক্রোক হইবেক পরে দাওয়াদারের অধিকার রাজস্ব কমস্যারি সাহেবের নিষ্পত্তিতে আবস্ত হইলে ঐ ভূমিতে যত টাকা জরিমানা না দিলে ভূমি ফিরিয়া পাইবেক না।

পাট্টা ও সনন্দের বিবেচনা।

১৮২৮ সালের ৩ আইন ১২ ধারা যে ভূমির সনন্দ ও পাট্টাতে পৈতৃক অধিকারিতা ক্রমে কি পুরুষানু ক্রমে ভোগ করণের নিয়ম বিশেষ রূপে না থাকে ও ঐ রূপ রেওঅইরীতে স্পষ্টতা না পাওয়া যায় এমত ভূমি কি অরেজ বাহাদুরের অধিকারাহওনের তারিখ হইতে যাহার দখলে ছিল তাহার মরণানন্তর উপযুক্ত আদালতে দ্বারা ঐ ভূমিতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দান থাকনের অধিকারি ব্যক্তিরেকে ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবেক

বাজেয়াপ্ত ভূমি জমিদারের দখলে রাখন।

১৮৩৮ সাল ৮ আকটোবরে যশোহরের কমিসনর সাহেবের দপ্তর খানা আলিপুর হইতে জারি হয়॥ ঐ চিঠির ৪ দফায় আদেশ আছে যে বাজেয়াপ্তি ভূমিতে লাখেরাজদারেরা যে নিসানি দিবেক সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য উহার স্থানে কোন কাগজ দৃষ্টে তাহার প্রমাণ বুঝেন ঐ স্থানের জমিদারের স্থানে কোন কাগজ তলব না করেন।

৫ দফায় আদেশ আছে যে নিস্কর ভূমি যাহা বাজেয়াপ্ত হইবেক তথাকার জমিদার যদি ঐ ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অস্বীকৃত হয় তবে যাহার প্রতি জমে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবেক না।

বাজেয়াপ্ত ভূমির সানি তজবিজ।

১৮৩৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের চিঠি সদর হইতে হুকুম ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ দফার মোতাবক কোম্পানির দেওয়ানির পূর্ব্বের লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইবেক না যদি হইয়া থাকে কমিশনরে সানি তজবিজের হুকুম দিবেন।

জামিনীর আসামিরা ইষ্টাম্পের হুকুম।

১৮৩৭ সালের ১৭ আকটোবর ৩৩২৮ নম্বরে সদর দেওয়ানী আদালতের সরকিউলর চিঠিতে হুকুম

আসল দস্তাবেজ কাগজে লামনী লেখা হইলে তাহা অগ্রাহ্য।

যে২ সন তারিখে যে দেশে সরকারের অধিকার।

১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা ৭ প্রকরণে প্রকাশ

দেশ	অধিকারের সন তারিখ
সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা	ইং সন ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট
জেলা বারানস	ইং সন ১৭৭৫ সাল ১ জানেওয়ারি
নবাব উজিরলমুলুকের অর্পিত দেশ	ইং সন ১৮১০ সাল ১ জানেওয়ারি
দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও পেসোয়ার সমর্পিত দেশ	ইং ১৮০৩ সাল ১ জানেওয়ারি
জেলা কটক ও পটাসপুর পরগণা ও তৎ সম্বন্ধীয় দেশ	ইং ১৮০৩ সাল ১৪ আক্টোবর
রাজা গোবিন্দরাও ভরার অর্পিত খান্দেয়াদি দেশ	ইঙ্গরাজী ১৮১৭ সাল নবেম্বর

নিষ্কর ভূমি যাহা বহাল থাকিবেক।

সন ১৮২৫ সাল ১৪ আইনের ৩ ধারা ১ প্রকরণ ॥ সরকারের অধিকারের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি দানের ক্ষমতা রাখিতেন যদি তাহারা দিয়া থাকেন সেই

ভূমির অথাক্রম যুক্ত।

২ প্রকরণে আদেশ আছে যে নথমের লিখিত তারিখ হইতে কি তাহার পূর্ব লাখেরাজমহাল পুরুষানুক্রমে যে ব্যক্তির দখল কাবেজে থাকে ঐ রূপে লাখেরাজের প্রত্যয় জনক হইবেক।

সাহেবানের মহাল দানের চলিত তারিখের তপশীল	
দেশ	দানের চলিত ইং তারিখ
কটক ভিন্ন শুবে বাঙ্গলা ও	১৭৬৫ সাল
বেহার ও উড়ষ্যা	১০ আগষ্ট হইতে
জেলা কটক ও পটাসপুর পরগনা	১৭৯৩ সাল
পশ্চায় ও তৎসম্পর্কীয় মহাল	৩ আকটোবর হইতে
বারানশী জিলাতে	১৭৭৮ সাল
	১১ জুলাই হইতে
উজির মুলকের অর্পিত দেশ	১৭৮৯ সালের
	১০ নবেম্বর হইতে
দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও	১৭৯২ সালের
পেশোয়ার দেশে	১ জানওয়ারি
খান্দ পরগণা অন্যদেশে	১৮০৫ সালের
আহগো বিজয়ের অর্পিত দেশে	১ নবেম্বর হইতে

১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা ২ প্রকরণ যদি উক্ত তারিখের পর পুরাবধি কেহ নিষ্কর অংশ ভোগ করিয়া পুরুষানুক্রমে কাবেজে রাখিয়া থাকে এমতে ও

উহাতে স্বত্ত্বসাব্যস্থ প্রমাণ হইবেক না কিন্তু যদি ঐ মহাল প্রসিদ্ধ রূপে পৈতৃক সাব্যস্ত হয় কি হাকিমের নিকট কাবেজের স্বত্ত্ব উপস্থিত হইয়া গবর্ণর জেনরেল কৌন্সিলে মঞ্জুর হইয়া থাকে তবে হইবেক।

নিষ্কর ভূমি বাহালের বিষয়ে সরকিউলর বাজে প্রাপ্ত হইলে আনি ডজবীজ।

চিঠি বুরুণ সাহেব কমিসনর রেবিনিউ ১৮৩৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৪৭৯৩ নম্বর।

বনাম ইম্পসন ডিপুটী কালেক্টর জেলা তিরহুত ঐ সাহেবের জ্ঞাত কারণ সদর বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৩৮ সাল ২৭ নবেম্বর ৭৬ নম্বর ১ কেতা চিঠি রত্তরাজেকৈফিয়ত খোলাসা ১৮২৫ সাল কানুন ১৪ পাঠান যাইতেছে।

সদর বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৩৮ সাল ২৭ নবেম্বর ৭৬ নম্বর বনাম সাহেব কমিসনর রেবিনিউ ভাগলপুর যে সাহেবান সদরবোর্ডের নিদিষ্ট হইয়াছেন বিনা গদ্দ ১৮২৫ সালের ১৯ আইনের ২ ধারার অনুরূপ নিষ্কর ভূমি সকল ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১৯ আইনের ২ ধারার অনবধানে বাদসাহী ও রাজ্য্যাধিপতির সনন্দ সকল খাস ডেপুটী দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

২ দফা যোতের অভিপ্রায় যদি বাদশাহীনাহয় ১৭ ৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্ব ভূমি পাইয়া থাকে যদি ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া জমা বেশী হইয়া থাকে তবে ডিষ্টীক্ট কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে মালি গুজারী র নিমিত্ত কমিসনর সাহেবের নিকট ১৭৯৩ সালে র ১৯ আইনের ২ ধারা মোতাবেক এজেহার প্রাপনা করেন।

৩ দফা ১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার আ জ্ঞা যে ভূমি দিতে ও লইতে যাহার ক্ষমতা ছিল তাহা র দেওয়া নিষ্কর ভূমি বহাল থাকিবেক এই কথাতে অজ্ঞেয় ছিলনা।

৪ দফা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ ধারায় লি খিত আছে যে যেওবাদির পূর্ব্বে ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছে তাহার সনন্দ দৃষ্ট হউক বা না হউক ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বাবধি দখলি ভূমি বহা ল থাকিবে।

আমলা ওগয়রের নাজেশ হওন বিষয় সদর আমীন প্রধান সদর আমীন দিগের প্রতি।

৩৩২৯ নম্বর

১৮৩৮ সালের ৫ আক্টোবর তারিখে সদর দেও য়ানি আদালতের লিখিত সরকিউলর চিঠিতে হুকুম প্রকাশ হয়॥

১ দফা কোন সদর আমীন আলা বা আমিন বা মন্সেফ কোন জেলা বা চৌকীতে উপস্থিত হইয়া সাবেক্ক্ আমলা বিনা। অপরাধে ছাড়াইতে পারিবেন না।

২ দফা যদি নিরপরাধে আমলাকে ছাড়ান তবে তথাকার শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিলে তজবীজ করিয়া অপরাধ না প্রমাণ না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহাল করিবেন।

৩ দফা যদ্যপি জজ সাহেবের কৃত বিচারে অসম্মত হয় তবে জজসাহেবের আজ্ঞার প্রাপ্ত স্বীয় অধিকার দর্শাইয়া সদরে আপীলের দরখাস্ত করিলে তথায় বিশেষরূপে তজবিজ হইয়া জজসাহেবের হুকম অন্যথা হইয়া ঐ ভাগিয়া আমলা বাহাল হইবেক যদি জজসাহেবের কৃত বিচার অন্যায় বোধ হয় তবে তাঁহার হুকম বহাল থাকিবেক ইতি।

মোতফর্কা দরখাস্তের তজবীজ হইবেক তাহার বিবরণ যে আদালতে যাহা চলিতেছে তাহাই।

পত্তনি তালুক বন্দোবস্তের বিষয়।

১ সর্কুলর অর্ডার।

সন ১৮৩৭ সাল ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে সদর দেওয়ানির জজ শ্রীযুত রাতুইন বিথ সাহেব এতদ্রূপ আজ্ঞা প্রচার করেন যে নীলাম খরিদারের ক্ষমতা

নাই যে তাহারমে ন্যায়নিষ্পন্ন না করিয়া অনেক পত্তনি দার গাকে বেদখল করে পরে সদর বোর্ডের সাহেবান তা হাতে অসম্মত হইয়া পুনর্বিচার প্রার্থনাতে সদরে চিঠি লেখেন তাহাতে কলিকাতার সদর দেওয়ানির সাহে বান্ সমুদায় কাগজাত ও এলাহাবাদের সদরদেওয়া নির জজবী ঐ ডিভইস্মিথ সাহেবের রায় বহাল অব গত হইয়া কোন্ সময়ে পাঠান তাহাতে সাহেবন্ কোন্ সময়ে বিচার পূর্ব্বক মঞ্জুর করিয়া কলিকাতার সদর দে ওয়ানিতে পাঠান তাহাতে ১৮৩৯ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখে বেবাডিন সাহেব ও রাটরি সাহেবও টগর সা হেব ওটগর সাহেব ও রিড সাহেবের হুকুম হইতে সেং ডেডইসমিথ সাহেবের রায় ঐক্য হইবায় তাঁহার রুব কারি সদর দেওয়ানিতে তৈয়ার ও দস্তখত প্রস্তুত হয়।

পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক চিরকাল স্থায়ি হওনের বিধান।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের আজ্ঞায়ে, পত্তনি তালুকওদর পত্তনি তালুক চির স্থায়ী, তালুকদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান বিক্রয় ইত্যাদি করিতে পারিবেক এবং ডিকরি জারিতে ক্রোক্ বিক্র হইবেক। ঐ আইনের ২ প্রকরণে পত্তনি তালুক

দার আপনাপত্তনি দরপত্তনি দিতে পারিবেক।

জমিদারের পাওনা বাকী মালগুজারির অন্য পত্তনিদারের পত্তনি তালুক নীলাম হইলে দর পত্তনিদারের স্বত্বলোপ হইবেক। ক্রয় কর্ত্তার স্বত্ব হইয়া যে প্রকার পত্তনিদার জমিদারের নিকটে ছিল, ক্রয় কর্ত্তাও ঐ প্রকার থাকিবেক।

জমিদারের যত টাকা বাকীর নিমিত্ত পত্তনি তালুক বিক্রয় হইবেক যদি বাকী সেওয়ায় অধিক মূল্য হয় তবে ঐ অধিক টাকা পত্তনিদারের স্বত্ব।

পত্তনি তালুক খারিজ দাখিল করণ বিষয়।

১৮১৯ সালের ৮ আইন ৭ ধারায় আজ্ঞা আছে যে মালগুজারির বাকীর নিমিত্তে কিম্বা ডিকরি জারিতেই বা হউক পত্তনি বিক্রিত হইলে নীলাম খরীদার ক্রয়ের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে খারিজদাখিলের নিমিত্ত জমীদারের নিকট হাজির না হয় তবে জমীদার তালুক খারিজদাখিল পর্য্যন্ত ক্রোক সাজোয়াল মেকেরর করিবেক যত টাকা উসুল হইবেক খাজনাও তত মাসের খরচা বাদে যাহা থাকিবেক তাহা ক্রয় কর্ত্তার নিমিত্ত আমানৎ রহিবে যদি অহরের মিয়াদ অন্তর হয় তাহা ক্রয় কর্ত্তার ফিরাও তাহার এলাকা খরীদারের যোগ্য হইবেক।

রেবিনিউবোর্ডের ১৮৪১ সালের ৪ জানুয়ারির
সরকিউলর চিঠী।

নীলাম আবজুজের টাকা কালেকটর সাহেব মালগুজারীদার ব্যতিরিক্ত আদালতের হুকুমেও অন্য কাহাকে ১২ বৎসরের মধ্যে দিতে পারিবেন না।

জমীদারির বাকীর নিমিত্ত নীলামের
ইস্তেহারের বিবরণ।

[illegible] চিঠী।

শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের ১৮৪১ সালের ২৮ জানুয়ারির চিঠী প্রকাশ হয় নীচের লিখিত দফাওয়ারিতে হুকুম।

১ দফা। ১৭৯৩ সালের ৭ আইন ১৫ দফা ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ দফা ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৮।৭০ দফা ভিন্ন ১৮৩০ সালের ৭ আইন অকর্ম্মণ্য হইল।

২ দফা। ১২৪৯ সালের ১ বৈশাখ হইতে খাজানা বাকীর নিমিত্তে শুদ্ধ অগ্রিমানা হক হইল।

৩ দফা। বৎসরের মধ্যে খাজনা বাকীর নিমিত্তে ৩ দফা অর্থাৎ তিনবার বৎসরে নীলাম হইবেক ঐ নীলামের তারিখ স্থির হইবেক।

৪ দফা। ১০ দশ জেলা বুন্দেলখণ্ডের মহালাৎ নীলাম হইবেক না।

৫ দফা। ৩০ বৈশাখের মধ্যে বাণা[illegible]দ কিস্তী চৈত্রের বাকী আদায় হইবেক ঐ তারিখ গত হইলে বকেয়া বাকী জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ যে সনের মালগুজারি সেই সনের বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কিস্তি নিরূপিত আছে খালখাজানায় জমা হয় একারণ নিয়ম হইল যে ঐ চৈত্র গতে ৩০ বৈশাখ তারিখতক রোপণ হইলে হাল বোধ হইবেক উক্ত তারিখ গত হইলে ঐ সনের টাকাকে বকেয়া বাকী বোধ করিতে হইবেক।

৬ দফা। ইস্তেহারি বাকী নীলামের পূর্ব্বদিবস দুই প্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহার পর কিস্তীদারের দিবসে দাখিল হইবেক না।

৭ দফা। যদি কোন ব্যক্তির কোন সকমের টাকা কালেকটরীতে আমানৎ থাকে তবে তাহার কতক নীলামের দিবসের পূর্ব্বে লইবেক ইস্তেহারি বাকীতে বরাত হইবেক নাও ঐ ওজোরে নীলাম মৌকুফ হইবেক না।

৮ দফা। নীলামের ২০ দিবস পূর্ব্বে নীলামের ইস্তেহার শ্রীযুত জজ সাহেবের ও প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিন ইত্যাদি প্রত্যেক হাকিমের কাছারিতে প্রকাশ করা যাইবেক।

৯ দফা। জমীদারি সংক্রান্ত বিবাদে উভয় বিবা

দাতে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকে ঐ জমিদারী বাকী জন্য নীলামে উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি নীলামে ইশতাহারি বাকী দিবেক কালেকটরের দাখিলা ঐ আদালতে উপস্থিত করিলে ঐ জমীদারি ঐ বাকী দাখিল করণিয়ার দখলে জামিন লইয়া দেওয়া যাইবেক।

১০ দফা। যে কোন মহাল নাবালকী ও আদালতের হুকুমে ক্রোক হইয়া থাকে ও কালেকটর সাহেব তাহাতে তহসিলদার আছেন ঐ সকল মহাল বৎসরের আখিরিতে একবার নিলাম হইবেক এবং যদি অনেক নাবালকের মধ্যে একজন ১৮ বৎসরের হইয়া থাকে সে মহালে একবৎসরের নিয়ম থাকিবেক না।

১১ দফা কালেকটর ও কমিসনর সাহেবের ক্ষমতা আছে নিলামের দিবসে নীলাম করেন বা না করেন॥

১২ দফা। যদি নীলামের নিয়মিত দিবসে কালেকটর কি কমিসনর সাহেব পিড়ীত থাকেন তবে ১ অবধি পাঁচ দিনের মধ্যে নীলাম করিতে পারিবেক। এতন্নিমিত্ত বোর্ডে এত্তেলা দিবেক।

১৩ দফা। কালেকটর সাহেব তহবিলদার অর্থাৎ ক্রমেষাহারগণ্য যে সংখ্যা তাহার ব্যক্তিকে [illegible]

১৪ দফা। নীলাম খরিদারের কর্ত্তব্য নীলামের প ণের রোবা অর্থাৎ চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাত দাখিল করিবেক নতুবা ছানি নীলাম হইবেক ছানি নী লামে কিম্মতের ন্যূনত্ব পুর্ব্বকারণ প্রথম খরিদারের প্রতি আদায় হইবেক।

১৫ দফা। নিলামের মূল্যের অবশিষ্ট টাকা ৩০ দিনে র মধ্যে দিতে হইবেক যদি ঐ দিবস রবিবার হয়। তবে তাহারপর। দিবস সোমবারে দাখিল করিবেক তাহা না করিলে রোবা টাকা অর্থাত চারি অংশের এক অংশ যাহা আমানত আছে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক আর ছানি নীলামের লোকসান তাহাকে দিতে হইবেক ত জন্য জায়দাদ ক্রোক করত নীলামে করিয়া লওয়া যা ইবেক।

১৬ দফা। নীলাম ভূমিতে কালেকটরসাহেব হুকুম নামাজারি করিবেন যাবত নীলামি মঞ্জুর না হয় তাবত প্রজাগণ কাহাকেও মালগুজারি না দেয়।

১৭ দফা। নীলামের আপীল করণের মিয়াদ ১০ দশ দিনের মধ্যে কমিশনর সাহেবের নিকটে আবেদন ক রিতে হইবেক যদি কমিশনর সাহেব দূরে থাকেন ত প্রযুক্তে নিরূপিত দিনের মধ্যে তথা পৌঁহছিয়া আবে দন পত্র দাখিল করিতে নাপারে তবে কালেকটর সা

হেবের সমীপে আপিলি আবেদন পত্র দাখিল করিবে

ক উক্ত সাহেব কমিসনর সাহেবের নিকটে প্রেরণ করি

বেন কমিসনর সাহেব আপীল মঞ্জুর না মঞ্জুর করণের

ক্ষমতা কোর্টের হুকুম আবশ্যক নাই।

১৮ দফা। যদি কমিসনরসাহেব ঐ নীলাম অন্যায় বোধ করেন তবে তিনি সদর বোর্ডে এত্তেলা দিবেন বোর্ডের সাহেবান অন্যায় বোধ করিলে গবর্ণমেণ্টে এত্তেলা দিবেন কৌনসেলের সাহেবান মঞ্জুর কিম্বা মঞ্জুর করণের কর্ত্তা।

১৯ দফা। নীলামের বেবাক টাকা দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব নীলাম মঞ্জুর করিবেন যদি ঐ নীলামের প্রতি আপিল হইয়া থাকে তবে তাহার প্রতিবেহার অর্থাত অপেক্ষা করিবেন।

২০ দফা। কালেক্টর সাহেব নীলাম মঞ্জুর অর্থাত দুরস্ত হইলে নীলাম খরিদারকে ১৮৪১ সালের ২৩ জানে ওয়ারি তারিখের সার্টিফিকট দিবেন এবং প্রজা দিগের নামে হুকুম নামা জারি করিবেন আপনার মনসেফ ও দারোগা দিগে হুকুম দিবেন কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য সরবরাহকারের বাকী খাজানা আদায় ইত্যাদি কে সালের টাকা হইতে লইয়া বাকী টাকা আসামী ও সরবরাহকে দিবেন। এবং এক সার্টিফিকেট তাঁহার

২১ দফা। যে খরিদার নীলামের সার্টিফিকেট পাইবে কিম্বা উক্ত খরিদা বেনামী করিলে সেদাওয়া ... অগ্রাহ্য করিবেন।

২২ দফা। ... সাহেব যে মহাজনের আপীল ... করিয়া ... অন্যথা ... তাহার ... টাকা সুদ সমেত ফিরিয়া দিবেন।

২৩ দফা। ক্রয়করণীয়া ক্রয় করণের তারিখ হইতে ... লোকানের মালগুজারির দেনাদার হইবেক যদ্যপি ঐ নীলাম নামঞ্জুর হয় তবে ছানি নীলামের খরিদার ঐ পূর্ব্ব নীলামের তারিখ হইতে সরকারের মালগুজারির দেনাদার হইবেক।

২৪ দফা। যদি মালগুজারী নীলাম হয় ... আদালতে নালিশ করে তদ্বিষয়ে জজসাহেব দেখিবেন যে এই চিঠীর দফাহায়তে নীলামের নিয়ম যাহা লেখা গেল যদ্যপি ইহার বিপরীত রূপে নীলাম হইয়া থাকে তবে নীলাম নামঞ্জুর করিতে পারিবেন আর মালগুজারীদার যদি ঐ নীলামের টাকার মধ্যে ফিরে লয় তবে নালিশ করিতে পারিবেনা।

২৫ দফা। আদালতে নীলাম নামঞ্জুর হইলে খরিদার সুদ সমেত টাকা ফিরিয়া পাইবেক।

২৬ দফা। নীলাম খরীদার যে সকল জমী নীচে লেখাযায় এতদ্ভিন্ন অন্য জমার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারামোতাবেক বন্দোবস্ত করিতেপারিবেক।

প্রথমতঃ। ইস্তমরারি মহালাৎ যাহা দশ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্ব ১২ বৎসর হইতে এক জমাতেই স্থায়ী আছে।

দ্বিতীয়। দশসালা বন্দোবস্তের সময় এক জমায় বিনা কমি বেশিতে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়। কাদিমি খোদকস্তা চাসি প্রজাদিগের নিজচাসের জমী নির্দ্ধারিত আছে।

চতুর্থ। প্রজার বসত বাটী ও তেজারতের কুটী ও বাগীচা পুষ্করিণী খাল কালাজঙ্গল বুরি ২০ বৎসরের মিয়াদে ইজারায় বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

২৭ দফা। নীলামের সময় কালেক্টরসাহেবের নিকটে কেহ বেআদবী করিলে ২০০ দুইশত টাকা জরিমানা করিবেন না দিতে পারিলে ১ মাহার মিয়াদে কএদ হইবেক।

এই দফা চিঠী জারি হইল ইতি॥

১৮৪১ সাল ১২ আইন।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভুমি নীলামের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চালিত আইন শুধরিবার আইন।

রদ হওয়া আইন।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ দুই ধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারা ব্যতিরিক্ত ১৮২২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক।

সুদ ও জরীমানা রহিত।

২ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ আইনের ৩৫ ধারায় নিরূপিত তারিখের পর যে ভূমির শালগুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইবেক না ইতি।

নীলামের নিরূপিত দিবস।

৩ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাঁহারদের অধীন ইস্তমরারী জমা দায়ি হওয়া প্রত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতি

বৎসরের যে যে নিশ্চিত তারিখে মহাল বিক্রয়ের দ্বারা তাহার উপর মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কার্য্য আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন—এবং বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপণ করা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। আরো প্রত্যেক জিলার কালেকটর সাহেবের কিম্বা এই আইন ক্রমে নীলাম করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্য কারকের কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর মুন সেফের কাছারীতে ঐ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যেং তারিখ ঐ মত নিরূপণ হইবেক সেই সেই তারিখ ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের পূর্ব্বোক্ত মতে ইশতিহার ও এক্তেলা দেওনে দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবেক না। এবং ইশতিহার ও এক্তেলা উক্ত মতে প্রথমবার প্রকাশ হওনের পর যে বৎসরে নূতন তারিখ বা তারিখ সকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্ব্বের মালগুজারী সম্পর্কীয় বৎসর সমাপ্ত না হওনের অন্যূন তিনমাস পূর্ব্বে ঐ মত ইশতাহার এক্তেলা দিতে হইবেক। এবং নীলামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় তাহার অন্যূন পক্ষে সম্পূর্ণ ১৫ দিবস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাছা

রী ও আরাজাতে ইশতিহার লটকাওনের দ্বারা নির্দ্দি
ষ্ট দিবসের এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং ঐ মিয়াদের
মধ্যে কালেক্টর সাহেব যে যে মহালে বাকী পড়িয়াছে
এবং প্রত্যেকের উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার স
ঠিক ও বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহারদিগকে
লিখিত দিবেন ইতি।

ভূমি খরিদ্দার হওয়া হেতুক বাকীদারের বর্জ্জিত কথন

৪ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্তমরারী জ
মা যে যে জিলাতে ধার্য্য হয় নাই সেই সেই জিলার
এবং সুবে বাঙ্গালার ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা
সরকারের অন্য পাওনার নিমিত্ত নীলাম করিতে হই
লে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর
বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হওয়া গেলে কোন নী
লাম হইবেক না ইতি।

বাকী এই কথার অর্থ।

৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রকার সন
ধরিয়া কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়া
ছিল সেই সনের কোন মাসের অমুদ্দত কিস্তী অথবা
কিস্তীর কতক অংশ সেই বৎসরের তৎপর মাসের
প্রথম তারিখে পরিশোধ না দেওয়া যায় তবে ঐ না দেওয়া
টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক।

বাকীপড়া সকল জমীদারী।

নীলাম হইবেক।

৬ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয় ব্যতিরেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ে যে সকল তৌজীর মালগুজারী বাকী থাকে তাহা ঐ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিত মতে তাহার পর দিবস বা দিবস সকলে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সরকার হইতে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্য কারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ের পর খাজানার টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে ঐ নীলামের সময়ে অথবা তাহার পরে নীলামের নিবারণ অথবা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

কমকরণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়া
হওনের দাওয়া।

৭ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফ হওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা সরকারের খানে বাকীদারের কোন দাওয়ার দ্বারা কিম্বা ঔর

কাশ্যের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অ নুমান হওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎ প্রযুক্ত এই আইনানুসা রে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না ॥ এবং যাহাতে বাকী পড়া টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুর মতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকী দারের টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ও জরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবা র যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বি না বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে লেখা থাকে এ বং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করি লে পর কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের নামে জমা করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কার ণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ বা রদ হইবার যোগ্য হইবে ইতি ।

বাজেয়াপ্ত বিষয়।

৮ ধারা। কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক জেলা মামাতে বাকী টাকার অথবা দাওয়ার প্রকার

ও সংখ্যা নিলামের বাকে জিলায় চলিত তাহার শেষ ঐ
ক্রা নীলামের তারিখ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পোনের দিনের
কম না হয় এত পূর্ব্বে ঐ এত্তেলা নামা কালেক্টর সাহে
বের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন কার্য্য কার
কের দ্বারা নীলাম হইবেক তাঁহার কাছারীতে এবং
ইশতিহার হওয়া তথি যে জজ সাহেবের এলাকায় থা
কে সেই সাহেবের কাছারিতে ও জিলা সমস্ত প্রধান সদর
আমিন মনসেফ দিগের কাছারিতে এবং এ ত্তলানামা
সম্পর্কীয় জমীদারীবা জমীদারীর অংশ যে পোলীসের
এলাকায় থাকে সেই এথাকার থানায় এবং জমীদারী
র সালেয়ানা কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের-
দৃষ্টি গোচর কোন স্থানে লটকাইয়া না দেওয়া গেলে
নীচের লিখিত প্রকার বাকি বা দাওয়া আদায় করণের
কারণ কোন জমিদারী নিলাম হইবেক না উক্ত যে যে
কার্য্যকারক কাছারীতে ঐ এত্তেলানামা ঘোষণা হয়
তাহারা একং রসিদ দিয়া ঐ ঘোষণা হওয়া জ্ঞাত ক
রিবেন এবং জমীদারিতে প্রকাশ হওনের প্রমাণ ঐ
কর্ম্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এবং
ঐ এত্তেলানামা জারী হওয়া জ্ঞাত করা যাইবেক নীলামের নি
র্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পর বাকী বা দাও

[illegible] দেওয়া [illegible] হইবে, [illegible]
[illegible] না
[illegible]

দ্বিতীয়তঃ [illegible]

[illegible]

তৃতীয়তঃ [illegible]

চতুর্থ [illegible]

পঞ্চম [illegible]

[illegible] ভিন্ন অন্য ব্যক্তির [illegible]

[illegible]

দাওয়া মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানত স্বরূপ লইতে পারেন এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকীর টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ের জমীদারীর হিসাবে জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানতী টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া ঐ জমীদারী কিছুকালের নিমিত্তে উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানতী কৃত টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়াথাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানি আদালতে এমন প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারিতে আমার যে স্বত্ব তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত এবং তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্তে আমি টাকা আমানত করিয়াছি তবে সে ঐ আমানতী টাকা সুদ সমেত ঐ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করি

হুতে পারিবেক ইতি।

কোর্ট ওয়াডসের এবং নাবালকের জমীদারী রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী আদালতের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী।

১০ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের ভারে জামদারি থাকন সময়ে যে মালগুজারি বাকি পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ জমিদারি নিলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমিদারি এক২ কি ততোধিক নাবালক মাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে তাহার বা তাহারদের আসিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়াডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে কালেকটর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইন ক্রমে কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার লন নাহি ঐ জমীদারি তাহার বা তাহাদের উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারি বাকি পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ এক ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন একজন সম্পূর্ণ অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে অন্যকোন প্রকারে যে কোন জমিদারি ক্রোক করেন তাহা ক্রোক

প্রথমে জমাদার বাকী পড়া প্রযুক্ত জমীদারীর নিলামের দ্বারা [illegible] যোগ্য হইবেক ।।

[illegible] জমীদারী খাজনাদের হুকুম হইতে মালগুজারী [illegible] হওয়া যাবৎ [illegible] কো [illegible] মধ্যে [illegible] মাল [illegible] বাকী [illegible] আ মালের নিমিত্তে [illegible] ঐ [illegible] পাইলে [illegible] জমাদারের [illegible] না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি ।

ঐ সাল ৭ আইন ১৯ ধারা,

১৯ ধারা। এমত হুকুম হইল যে কোর্টের [illegible] জমীদার লোকেরা আপন হুজুরের পূর্বে [illegible] কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারের জমীদারী ক্রোক করিতে পারেন। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর বন্দোবস্ত আর হুজুরের পূর্বে [illegible] কালেক্টর সাহেবের [illegible] বিশেষ আজ্ঞা বিনা ঐ জমীদারীর নীলাম না করিতে পারেন; এবং কোন জমীদারির বিষয়ে ক্রোকের হুকুম প্রাপ্ত হওনের পর সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই আইনের হুকুম হইল যে কেহ জমীদারের নামে কালেক্টর সাহেব [illegible] করিলে [illegible] সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু [illegible] নিয়ম [illegible] ঐ হুকুম কালেক্টর

সাহেবেরা নিকটে [illegible] পারিবেন [illegible] দিয়া [illegible] করিবার [illegible] যে হুকুম [illegible] ছিলেন তাহার [illegible] হই [illegible] হৈতে।

[illegible] ধারা। [illegible] [illegible] সাহেবেরা [illegible] হইতে [illegible] করণের জন্য [illegible] তাহাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনারদের [illegible] তাহারদিগের কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি।

[illegible] ধারা। [illegible] [illegible] [illegible] সাহেবেরদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হয় কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিম্বা [illegible] [illegible] [illegible] তাহা [illegible] না পারেন [illegible] অথবা [illegible] না হইলে [illegible]

দিন পর্য্যন্ত ঐ নিলাম বিলম্ব করিতে পারেন। এবং ঐ রূপ বিলম্ব করণের কারণ কয়ফীয়তে লিখিয়া তো. হার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহার দ্বারাতে লেখাইয়া আপন কাছারিতে লটকাইয়া সকল কে জানাইবেন। এবং এইরূপে যে পর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন সেই পর্য্যন্ত দিন দিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নিলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রদ করিতে দেখাযায় এবং তাহার সংবাদ না দেওয়াযায় তবে নিলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নিলাম নিয়ত হইবেক ইতি।

নিলামের ক্রম।

১৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারায় নিলামের নিরূপিত দিনে নিলাম একাদি ক্রমে হইবেক অর্থাৎ নিলাম করিতে নিশ্চয় হওয়া যে জমিদারি ঐ জেলার তৌজিতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নিলামে প্রথম বিক্রী যাইবেক এবং ঐ মতে একাদিক্রমে নিলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমিদারি নিলা

মে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

থরিদের বায়নার টাকা।

১৫ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমিদারি নিলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমিদারির থরিদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নিলাম শেষ হওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কিম্বা বাঙ্গালা ব্যাঙ্কনোট অথবা অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা যাঁহারমত দস্তখৎ করা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়না স্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমিদারি তৎক্ষণাৎ নিলামে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক ইতি।

থরিদের অবশিষ্ট টাকা।

১৬ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম যে ক্রেতা যে দিবসে জমিদারি থরিদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ থরিদারের দিতে হইবেক। একত্রিংশ দিবসে নিলাম হইয়াথাকে তাহা ঐ ত্রিংশৎ দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন

[illegible]

কোন [illegible] না। [illegible] যে [illegible]

[illegible]

হইবেক কিন্তু এইরূপে যতবার পুনর্ব্বার হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নিদ্ধারিত এক্তেলা ও নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।

নীলামের এক্তেলারপর রাইয়তের খাজানা দেওয়া স্থগিতকরণ।

১৭ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত মত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীসের দারোগার এলাকা বা এলাকা সকলের মধ্যে ঐ জমীদারীর কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারিতে এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারির মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক ঐ ইশতিহার নামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজা দিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখ অবধি এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশ্‌তিহারের তারিখ পর্য্যন্ত যে খাজানা দেনা হয় হয় তাহারা তাহা না দেয় এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা দেয় তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসা

যে তাহারদের নামে জমা হইবেক না। ইতি।

আপীল।

১৮ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিসনের সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিসনের সাহেবের নিকটে প্রেরণ হওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশ দিবসে বা তাহার পূর্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিসনের সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন নতুবা লইতে পারেন না এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিসনের সাহেব বোধ করেন যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমাজমীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্বাহ হয় নাই তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন অর্থাৎ যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটি প্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত তাহাকে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন। ঐ ক্ষতি পূরণের টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে যে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল পর্যন্ত ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রামিসারি নোটের সুদ অপেক্ষা।

অধিক হইবেক না । এবং এইমত্তাগতিকে কমিসুনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি ।

গবর্ণমেণ্ট অমাদায়ী ফিরিয়া দিতে পারেন ।

১৯ ধারা । এবং ইহাতে হুকুম হইল, যে রাজেস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন যে নীলাম করণেতে অতি কঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন এবং সেই বিষয় সদর বোর্ডের রেবিনিউ সাহেবদিগের জানাইতে পারেন এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যে নিয়ম তাঁহার যথার্থ উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন ইতি ।

নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা ।

২০ ধারা । আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাই সে সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে

চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপিল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিসনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখ অবধি তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের ক্রমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

অধিকারের নিদর্শন।

২১ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্যকোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সার্টিফিকেট অর্থাৎ নিদর্শন পত্র দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইন ক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং তাহার পর অবধি আমলে আসিবেক।

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি নিদর্শন পত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বিক্রয় হওয়া জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত নিদর্শন পত্র জ্ঞান হইবে। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী খারিজ দাখিল হওনের কার্য্য এক লিখিত ইশতিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয় হওয়া জমীদারির মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টি গোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং নীলামের দিবসে যেসকল টাকা বাকী ছিল তাহা খরীদের টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্নীলামের দ্বারা ঐ নীলাম শেষে সম্পন্ন হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন। দিগরস্তু ঐ জমার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের নামে যে সকল পাওনা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমিদারির রেজিষ্টরী হওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহার [illegible] নীচের লিখিত মতে ঐ টাকা দিবেন।

অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্ন রূপে না দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎ করা এক২ রসীদ দৃষ্টে মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধ করণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে প্রিসেপট অর্থাৎ আদালতের হুকুমনামা এবং ঐ কজের বিষয়ে আদালতের ডিক্রীজারি করণ ভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করণ পর্য্যন্ত তাহা ঐ ভূম্যধিকারিকে দিতেও ঠিক হইবেক না এবং যদ্যপি ঐ খরিদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন পত্তিকে আদালতের আজ্ঞা ক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথা করণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারি যে পর্য্যন্ত সুদ সমেত ফিরিয়া না দেয় সেই পর্য্যন্ত সে আপনার ঐ ভূমির দখল পাইবেক না। ইতি।

বিনামী খরিদ।

২২ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মত
সার্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নালিসের
যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সার্টিফিকট
প্রাপ্ত খরীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত তাহা
খরিদ হইয়াছিল কিন্তু আপোষের দ্বারা ঐ সার্টি
ফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছিল তবে ঐ
চারমেও নালিশ ডিসমিস হইবেক ইতি।

নিলাম অন্যথা হওনের এক্তা।

২৩ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিসনর
সাহেব যদ্যপি নিলাম অসিদ্ধ করেন তবে এই আই
নের ২১ ধারায় যে রূপ নিলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হওনে
র সম্বাদ দিতে হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সা
সাহেব কিউমিসনের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্যকার্য্যকা
রক অসিদ্ধ হওনের সম্বাদ প্রকাশ দিবেন। এবং খরি
দার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরিদে
র যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে
ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিল করণে
র তারিখ অবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ কর
ণের তারিখ অবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ প
র্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সুদের হ
ইতে উচিত সুদের হারানুসারে তাহাকে সুদ দেওয়া যাই
বেক ইতি।

খরিদার ওয়াশিলাতের দায়ি।

২৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারির বাকী থাকাতে যে নীলাম হওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর মালগুজারীর যে সকল কিস্তি দেয়া হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুনর্নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পর অবধি মালগুজারির যত কিস্তী দেয়া হয় তাহার দায়ি খরিদার হইবেক ইতি।

দেওয়ান আদালতে যে যে হেতুতে ও যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহার বিশেষ নিয়ম।

২৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারি হওনের পর মালগুজারির বাকির নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া কাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে। তাহার নিমিত্তে যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়াছিল এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৮ ধারা ক্রমে কামিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপিলেতে বিশেষ রূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ২০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের তারিখ অবধি এক বৎসরের

মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকা হইতে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলাম যে আইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইন ক্রমে হওয়া নিলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায় গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতি গ্রস্থ জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতি পূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ হইল।

নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন।

২৬ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নিলাম আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রিক্রমে অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সুদ্দ হইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে শুদ্ধ খরিদারকে সরকার হইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে খাজনা বৃদ্ধিকরণ।

২৭ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা বাধা হওয়া জিলার কোন জমীদারীতে বাকী খাজনার বাকী পড়িলে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইন ক্রমে বিক্রয় হওয়া ঐ জমীদারি যে ব্যক্তি খরিদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারিতে যে সকল তালুক সংযোগ হইয়া গিয়া থাকে সে সকল রহিত হইয়া জমিদারী পাইবেক এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর সাধারণ নিয়মক্রমে নিজের নির্দ্দিষ্ট [illegible] জমিদারির মধ্যে পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সমস্ত প্রজাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং উপরোক্ত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না॥

প্রথম। ইস্তমরারি বন্দোবস্ত হওনের ১২ বৎসরের অগ্রে পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টা ক্রমে নিয়মিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা।

দ্বিতীয়। কোম্পানী বন্দোবস্তের সময়ে বর্ত্তমান যে বাস্তু [illegible] এবং উদ্যান দেওয়া [illegible]

অথবা হেওয়া যাইতে পারে।না যে ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারা লিখিত হুজুর পুর্ব্ব বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যে যে খোদকস্তা অথবা কদিমি রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে এই মত খাজানায় ভোগ দখল করণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি।

চতুর্থ। যে যে ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্মাণের অথবা খাত করণ পুষ্করিণী খনন নিমিত্তে কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্তে কি অন্য কাছারি নিমিত্তে বা অন্য অন্য সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্তে পুরুষানুক্রমে নিয়মিত বা চির কালের পাট্টার নির্দিষ্ট কার্য্যে এই পর্য্যন্ত আসিতেছে সেই ভূমি।

পঞ্চম। ভূমির মালেক বা ঠিক নির্দিষ্ট ভূমির যে ইজারা পুরুষানুক্রমে অংগ্রেজী খাজানায় ২০ বৎসরের অনাধিক নিয়মে লিখিত পাট্টা করে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজেষ্ট হইয়াছিল সেই ইজারা কিন্তু সেই সকল পুরুষের পাট্টা

কে ইজারদারেরা কালেকটর সাহেবকে এক লিখিত
এত্তেলা দিবেন এবং তাহাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে
তাহা ও তাহার খাজনা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার
নিয়ম ও ইজারদারের নাম লেখা থাকিবেক। এবং য
দ্যপি কালেকটর সাহেবের এমত বোধহয় যে ঐ ইজা
রাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাব
না তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন
এবং কালেকটর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ
এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ক
মিস্যনর সাহেবের সম্মতি ক্রমে আপনার কাছারিতে
এক ইশতেহার লটকাইয়া যে ইজারার বিষয়ে আপনা
র আপত্তি জানান সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা ব
জত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত
ও রীতি মত রেজেষ্টরি হওয়া পাট্টা ক্রমে দেওয়াগে
লে ও যদ্যপি তাহা পুকুরাথে ওয়াজিবী খাজনায় দে
ওয়া যায় নাই তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের
নিমিত্তে কোন জমিদারির খরিদার আদালতে নালিশ
করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

অন্য প্রকার পাট্টাদার

১৮ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধা
রার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জেলার যে জমীদারি
র মালগুজারির বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমি
ত্তে এই আইন ক্রমে সেই জমিদারি বিক্রয় হইলে তা
হার খরিদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল আ
দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হই
য়া সেই জমিদারি পাইবেক এবং প্রথমত যে ব্যক্তি ব
ন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্বজাতিবিক্ত বা লিখনাদি
দ্বারা তৎস্বত্ব প্রাপ্ত বাকিদার কিম্বা তাহার পূর্বক্ত
লোক যেহ নিদর্শন পত্রাদি দিয়াছে তাহা এবং শেষ ব
ন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারি কিম্বা তা
হার স্বজাতিবিক্ত লোকপুঞ্জ ইত্যাদিরদিগকে যে যে
পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা
এবং বন্দোবস্তকারি আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়
মানুসারে যেহ পাট্টা ইত্যাদি রদ কি মতান্তর করে
অথবা পুন নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরিদা
র রহিত রোসদ করিতে পারিবেক কিন্তু বসত বাটী
এবং তৎ সম্পর্কীয় কারখানে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান
অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাদ কিম্বা জলের নালা ই
ত্যাদির নিমিত্তে জমির যে যে পাট্টা হইয়া থাকে
যাবৎ কাল ঐ ... কার্য্যে আইনে যে তাহা

স্থ নির্দ্ধারিত খাজনা দেওয়া যায় তাবৎকাল কখন সেইং পাটটা রদ করিতে পারিবেক না কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে ঐ ধারামতে ভূমি নিলামে খরিদ করে তাহারা যে পাটটা কায়েম পাটটা না বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাটটাদার রায়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজারি যে খাজনা লইতে পারেন তাহারদের স্থানে তাহার বেশি লইতে পারে কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহ পুরস্কার কিম্বা কোন লাভ ইত্যাদি প্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নির্দিষ্ট জমার কিছু কম দেওয়াতে পাটটাদার প্রজারা রেয়াতি জমা হইতে কম জমার পাটটা পাইয়া সেই ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ হয় যে সে ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাটটাদারং তাহাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অবিধিত কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের সকল পাটটা বজায় রাখিতে পারেন।

২৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন উপর্য্যুক্ত সুবেদ মালগুজারীর প্রা

আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতা পিতামহ ইত্যাদির অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমি সম্পর্কীয় যে পাটা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝেন তাহার হাকিমদিগের হুকুম করেন সেই ভূমির লাট নীলাম করণের সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই সেই নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং যাবৎ গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর (২) হুকুম নাদেন তাবৎ তাহা প্রচলিত রহিবেক কিন্তু এই কোন নিয়ম উক্ত ভূমির নীলাম করণের যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐ নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত ঐ ভূমির জমার সরকারি যত টাকা বাকী রয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐ নিয়ম থাকিলে উহার কালে তাহা দিবার যোগ্যতার ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে যাবৎ গবর্ণমেণ্ট নিয়ম যুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার বিধানমতে উক্ত সময় বিশেষ হইয়াছেন পূর্ব্বে

কোন সময়ে ঐ নীলাম হুকুমিতে এবং এই আইনের ২৭ ধারার ১। ২। ৩। ৪৫। প্রকরণের নির্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ে নিয়মবদ্ধতিমিত্ত অন্য সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং যদি নীলাম চুকান্ত ও নিষ্পন্ন হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম যুক্ত নীলাম করা ভূমি মালগুজারির বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন যে এই আইনের ২৭ ধারার ১।২। ৩। ৪। ৫ প্রকরণের নির্দিষ্ট বর্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায়। এই দুই প্রকার প্রথম প্রকার হইলে যদি নিয়ম বর্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নিলামেতে পাওনা মূল্যের টাকা হইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহা দিগের উপস্বত্ব নষ্ট হয়। গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি ॥

রেজিষ্টরী হওয়া বা রেজেষ্টরী না হওয়া শরীক বা তৎসংশ্লিষ্টদিগের দ্বারা জমীদারীর কর্ম্ম হওন।

৩০ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে জমাদারী

লাদের ৩৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাক্রমে আপনার দেয় অংশ নীলাম হইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশি ভিন্ন যদি কোন রেজেষ্টরী হওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে তাহার পুনর্ব্বার দখল পান সেই ভূম্যধিকারী এবং জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে যে বাকী পড়িয়াছে দেওয়া যে দাওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই জমীদার নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নক্লোমের শরহে জমীদারীর উপর সেসকল দায় শূন্য ইয়া ছিল সেই দায় সমেত তাহা পাইবেন ও ৩৭ ধারার শর্ত্তে রাইয়ৎ এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সংবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এমত্ত স্বত্ব ছিল না তিনি এমত্ত স্বত্ব পাইবেন না ইতি।

বাকী খাজনা।

৩১ ধারা। এবং ইহাতে হুকম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে সকল বাকী খাজনা পাওনা থাকে তাহা নীলামের পর্ব্বে পর্ব্বে যে কোন রীতিক্রমে নীলামেরপর তিনি আদায়

করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি।

আদালতের অবজ্ঞা।

৩২ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যেদপ্তরের কোন সময়ে কার্য্য করেন তাহাকে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞায় ২০০ দুই শত টাকায় অনধিক পর্য্যন্ত জরীমানা করিতে পারেন এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তের এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে [illegible] পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারি করিবেন [illegible] ক্রমাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার আপিল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

টাকা দেওনের ত্রুটি।

৩৩ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারার যেবায়না কার্য্যের দ্বারা তাকশিদ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

এই আইন যেখানে চলন হইবেক।

৩৪ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা

দেওয়ানী কোর্ট উজিয়মের উভয় রাজধানীরগবর্ণমেণ্টে
র অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসে
র যে দেশ একণে সাধারণ আইনেরঅধীন আছে এবং
দস্তুও জয়করা যে দেশ সেই রূপে সাধারণ আইনের কা
র্য্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শ
হর কলিকাতা অথবা মিজাপুর বা পিনাঙ্গ কি মালাক্কা
র বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি॥

যে তারিখ অবধি চলিবেক।

৩৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২
সালের ১ জানুয়ারি তারিখে এবং তাহার পর এই আ
ইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক ইতি।

জমিদারি মতালক চাসি প্রজার খাজনা।

দাখিলাতে ইষ্ট্যাম্প নিষেধ।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৪৫ প্রকরণের বর্জনীয় অং
শের বিশেষ প্রজার রসিদার ইষ্ট্যাম্প বর্জিত হইয়াছে

অন্য প্রকার দেনা পাওনার

রসিদের ইষ্ট্যাম্প।

ইজারা ভূমি ও পত্তনি ভূমির খাজানার দাখিলা ও
কোন বিষয়ে নগদ টাকা ওয়াসিল করিয়া তাহার দে
ওয়ার লিখন পত্র অর্থাৎ রসিদ।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৪৫ প্রকরণের ও টাকা তাবিষয়ে রসিদ দিবার ইষ্টাম্প।

যাহার উপর	যে পর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য
৫০ টাকা পর্য্যন্ত ইষ্টাম্প নাই		
১০০	১০	৵১
১০০	২০০	।০
২০০	৫০০	।৵০
৫০০	১০০০	৸০
১০০০	২০০০	১
২০০০	৩০০০	১৷৷৵
৩০০০	৫০০০	২
৫০০০	৮০০০	২৷৷০
৮০০০ উপর যত হয়		৪

॥ ইজারদার ও কট কবালাদার ও তালুকদার মফস্বলে যে হউক তাহাদিগের রসিদাতে ঐ আইন খাটে।

কোবালা ও দান পত্রাদির ইষ্টাম্প।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের অনুমতি ক্রমে স্থাবর অস্থাবর বস্তুর বিক্রয় ও দানপত্র ও হেবানামা অর্থাৎ একের স্বত্বত্যাগে অন্যের স্বত্ব হয় এরূপ লেখা পড়া যে স্ট্যাম্পে লিখিতে হইবেক স্থাবর অস্থাবর বস্তু হস্তান্তর করণ বিষয়ে বস্তুর উচিত কিম্মতের প্রতি তাহা স্থির হইবেক।

যাহার	উপর	যতমূল্য ইষ্টাম্প
১	৫০	॥০
৫০	১০০	১
১০০	২০০	২
২০০	৫০০	৪
৫০০	১০০০	৮
১০০০	২০০০	১২
২০০০	৩০০০	১৬
৩০০০	৫০০০	২০
৫০০০	৮০০০	৩২
৮০০০	১২০০০	৪০
১২০০০	২০০০০	৫০
২০০০০	৩০০০০	৬৪
৩০০০০	৫০০০০	৮০
৫০০০০	১০০০০০	১০০
১০০০০০	২০০০০০	৫১০

পাট্টা ও কবুলতির ইষ্টাম্প।

১৮২৯ সালের ১০ আইনানুসারে ইজারা বন্দবস্তের কবুলতির প্রতিরূপ পাট্টা।

যাহার	উপর যত সংখ্যা পর্য্যন্ত।	১ সন। মেয়াদে।	অধিক মেয়াদে
১	১১	ইষ্টাম্প আবশ্যক করেনা	
১২	২৫		

২৫	৫০	॥০	৸০
৫০	১০০	৸০	১
১০০	২০০	২	২
২০০	৫০০	২	৪
৫০০	১০০০	৪	৮
১০০০	২০০০	৮	১২
২০০০	৪০০০	১২	১৬
৪০০০	৬০০০	১৬	২০
৬০০০	১০০০০	২০	৩২
১০০০০	৫০০০০	৩২	৬৪
৫০০০০ টাকার উপর যত হয়		৬৪	৮০

চাসি প্রজার কবুলতি ওগয়রহ ইষ্টাম্পের অনুমতিনাঙ্ক

তমঃসুকের ইষ্টাম্প।

সন ১৮২৯ সাল ১০ আইন।

একবৎসরের অধিক মেয়াদে তমঃসুক লিখিবার

ইষ্টাম্প যাহার উপর	সে পর্যন্ত	ইষ্টাম্পের
১	২৫	।৵০
২৫	৫০	।০
৫০	১০০	॥০
১০০	২০০	১
২০০	৩০০	২
৩০০	৫০০	৪

৫০০	১০০০	৬
১০০০	২০০০	১০
২০০০	৩০০০	১৬
৩০০০	৫০০০	২০
৫০০০	১০০০০	৩২
১০০০০	২০০০০	৪০
২০০০০	৫০০০০	৬৪
৫০০০০	৭৫০০০	৭০
৭৫০০০	১০০০০০	৮০
১০০০০০	১৫০০০০	১০০
১৫০০০০	২০০০০০	১২০

দুইলক্ষের উপর প্রত্যেক লক্ষেতে ১০০ একশত করিয়া বেশি হইবেক।

নালিশি আরশজীর।

১৮২৯ সাল ১০ আইন

যাহার উপর	যে পর্য্যন্ত	মূল্য
১	১৬	৵
১৬	৩২	২
৩২	৬৪	৪
৬৪	১৫০	৮
১৫০	৩০০	১৬
৩০০	৮০০	৩২

২

৮৲	১৬৲৲	৫৲
২৮৲	৩৲৲	১৲৲
৩৲৲	৫৲৲৲	১৫৲
১৲৪৲৲	১৫৲৲	৩৫৲
১৫৲৲	২৫৲৲	৫৲৲
২৫৲৲	৫৲৲৲৲	৭৲৲
৫৲৲৲৲	১৲৲৲৲	১৲৲৲
১৲৲৲৲৲	একলাক্ষের উপর যত হয়	২৲৲৲

যদি মোকদ্দমা তজবিজ না হইতে কেবল আরজী দাখিলের পর এবং সওয়াল জওয়াব পর্য্যন্ত না হইতে অর্থাৎ রুবকারি হওনের পূর্ব্ব কোন হেতু কিম্বা যোগে নিষ্পত্তি হইলে এতাবতা তজবীজে পৌহছনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হয় তবে ফরিয়াদী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্য আদালতের সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে সার্টিফিকট পাইবে ঐ সার্টিফিকট কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করণে মূল্য ফিরিয়া পাইবেক ইতি।